Handout Number : 2796

**Foreign Ministry held discussion with the ASEAN**

**Ambassadors through Boithok App**

Dhaka, June 16 :

  Senior Secretary of Foreign Ministry Masud Bin Momen today held a virtual discussion with the Heads of Missions from different ASEAN countries in Dhaka through the Bangladeshi App Boithok. This is for the first time that the foreign diplomats successfully used the virtual meeting app developed by the ICT Ministry of Bangladesh.

 Foreign Secretary welcomed the ASEAN ambassadors to the meeting and said that Bangladesh highly values its relations with the South East Asian countries. He sought support from the ASEAN countries to Bangladesh’s application for becoming a Sectoral Dialogue Partner. The Foreign Secretary also shortly briefed on the Bangladesh’s COVID-19 management and the current scenario.

 The ASEAN ambassadors shared their respective country experiences with COVID-19. They informed that Bangladesh’s application to become ASEAN Sectoral Dialogue partner is under positive consideration at their capitals. They assured full support to Bangladesh’s bid.

 Senior Secretary reiterated that Bangladesh is keen to expand its ties with the ASEAN countries both in depth and dimension encompassing areas such as trade, investment, physical connectivity, people to people contacts, defense cooperation, academia and track-2 diplomacy.

 Secretary (East) Ambassador Mashfee Binte Shams, Secretary (West) Ambassador Shabbir Ahmad Chowdhury and Directors General of Myanmar and South East Asia Wings also attended the Boithok meeting.

#

Tohidul/Masum/Rejuan/Mosharaf/Salim/2021/22.50 Hrs

 Handout Number : 2795

**German delegation applauds Bangladesh's Emergency Response System**

Dhaka, June 16 :

 `Germany and Bangladesh can join hands and learn from each other to mitigate the adverse impacts of climate change”, said Shahriar Alam, the State Minister for Foreign Affairs at a virtual meeting with a German Parliamentary delegation yesterday.

 A four-member German delegation led by Margarete Bause, a member of Bundestag (German Federal Parliament) and spokeswoman for human rights and humanitarian aid, had a series of interactions with policy makers, parliamentarians, academia and international organisations in Bangladesh yesterday. The other Parliament Members included Peter Heidt, Michel Brandt and Dr Christopher Gohl, representing various political parties.

 The German Parliamentary delegation commended Bangladesh's emergency response system and disaster risk reduction initiatives. They also recognised Bangladesh’s growing resilience in the face of climate-induced disasters and related fall-outs, and termed it as an example for other countries to draw lessons from.

 State Minister Alam highlighted Bangladesh’s efforts to lead by example in climate adaptation, including through setting up the Climate Change Trust Fund. He urged the international community to help mobilize resources for the Bangladesh Delta Plan 2100 and Mujib Climate Property Plan.

 The two sides agreed to continue working on climate and security, and foster partnership among climate resilient cities.

 State Minister Alam thanked Germany for the humanitarian assistance for the Rohingya temporarily sheltered in Bangladesh.  He urged Germany to remain engaged with Myanmar to facilitate the safe, dignified and voluntary return of the Rohingya at an early date.

 The meeting was moderated by the German Ambassador to Bangladesh, Peter Fahrenholtz.

#

Tohidul/Masum/Rejuan/Mosharaf/Salim/2021/22.50 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯৪

**খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২১তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২১তম বোর্ড সভা আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

 সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ট্রাস্টের ২ কোটি ৩৪ হাজার টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়। এছাড়া খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন সংশোধন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এলক্ষ্যে ট্রাস্টের ৫ জন ট্রাস্টির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম অনুসারে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশ হতে ৫০টি চার্চের প্রতিটির অনুকূলে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া দেশের অন্য ৮০টি চার্চের অনুকূলে ২০২০ সালের বড় দিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত এক কোটি টাকার মধ্য হতে ৪৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা বিতরণ এর অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং অনুদানের অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী বোর্ড সভায় আলোচনা করে বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জুয়েল আরেং এমপি, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, ট্রাস্টি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচডি, ট্রাস্টি ও ট্রাস্টের সচিব নির্মল রোজারিও এবং অন্য ট্রাস্টিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/মাসুম/রজেুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৭৯৩

**ইসলামাবাদে মুজিববর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ (পাকিস্তান), ১৬ জুন :

 ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন ১২ জুন ‘বাংলাদেশ উৎসব’ আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে।

 পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রায় দুই শতাধিক অতিথিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটি সদস্য, পাকিস্তানে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ, হাইকমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে পাকিস্তানের লোক ও ঐতিহ্য সংস্থা ‘লোক ভিরসা’ এর নির্বাহী পরিচালক, OIC-এর বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান COMSTECH-এর কো-অর্ডিনেটর জেনারেল এবং সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিলের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

 পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রুহুল আলম সিদ্দিকী কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন’ এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-এর বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু সংস্করণ, কারাগারের রোজনামচা, Prison Diariesসহ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর বই, আলোকচিত্র ও পোস্টার প্রদর্শন করা করা হয়। হাইকমিশনার পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং এ উপলক্ষে এ বছরের শেষদিকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি সম্মেলন সম্পর্কেও তিনি বিদেশি অতিথিদেরকে অবগত করেন।

 হাইকমিশনার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিগত একযুগে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে সে বিষয়গুলো উপস্থিত অতিথিদের নিকট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ‘রূপকল্প-২০২১’ অর্জনের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে অবস্থান নিয়েছে এবং ‘রূপকল্প-২০৪১’ অর্জনের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবার অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতিশীলতা ধরে রাখতে পারলে বাংলাদেশ অচিরেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়নের উপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

#

মোস্তফা/মাসুম/রজেুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯২

**‘বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া : বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত**

সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), ১৬ জুন :

 দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে আজ ‘বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া : বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ’ শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারে তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ  এবং বায়োটেক শিল্প  এবং এ খাতসমূহে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

 ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান । প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাত তথা তথ্যপ্রযুক্তি ও ওষুধ শিল্প খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

 ওয়েবিনারের সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত Lee Jang-keun তাঁর বক্তব্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়নে উপরোক্ত খাতসমূহে আরো বিনিয়োগের জন্য দু’দেশের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান।

 উক্ত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশের বক্তাগণ হলেন- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতানা আফরোজ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, ফেডারেশন অভ্‌ বাংলাদেশ চেম্বারস অভ্‌ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিবিসিআই)-এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান ওয়েবিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

 দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে কোরিয়া ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি Hong Kwang Hee কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান Hakhee JO এবং Youngone Corporation-এর চেয়ারম্যান Kihak Sung বক্তৃতা করেন।

 ওয়েবিনারে উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার বায়োটেক ও ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ যথা ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল মুক্তাদির, এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরিফ দৌলা, দক্ষিণ কোরিয়ার International Parasite Resource Bank-এর সভাপতি অধ্যাপক Keeseon S. Eom এবং সিএসি ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের সভাপতি Choi Sun-hee অংশগ্রহণ করেন।

 এছাড়া Samsung S1 Corporation-এর জেনারেল ম্যানেজার Lee Jangho, ULKASEMI-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনায়েতুর রহমান এবং TiCon System Ltd.-এর এম এন ইসলাম আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এইচএসবিসি ব্যাংকের প্রতিনিধি শাদাব হোসেন ওয়েবিনারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম  এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

#

মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯১

রংপুরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে বাণিজ্যমন্ত্রী

**সরকারের উদ্যোগে দেশ আজ প্রাণিসম্পদে স্বয়ংসম্পন্ন**

পীরগাছা (রংপুর), ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ঘুরে গেছে। আমরা আজ উন্নয়নের সবগুলো সূচকে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে দিন-রাত কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে প্রাণিসম্পদে স্বয়ংসম্পন্ন হবার। অন্য দেশ থেকে পশু আমদানি বন্ধ রয়েছে। আমাদের উৎপাদিত পশু দেশের চাহিদা মেটাচ্ছে। আগামীতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা এ সম্পদ রপ্তানি করতে পারবো।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২১ এর সমাপনী এবং পুরষ্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ শামসুল আরেফীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শাহ মাহবুবার রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আরিফুল হক লিটন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তছলিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ মিলন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ সিরাজুল হক, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ শামছুজ্জামান। অনুষ্ঠানে খামারিদের মাঝে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়।

 এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী দেউতি স্কুল এন্ড কলেজের মুনশি অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পীরগাছা উপজেলা শাখা কার্যকরী কমিটির সভায় যোগদান করেন। পরে কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ক্রীড়াসামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করেন।

#

বকসী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯০

**করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, যেখানেই করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে, সেখানেই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

 আজ খুলনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৩ অর্জনের নিমিত্ত খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শতভাগ উপজেলায় করোনাকালীন এবং করোনাপরবর্তী সময়ে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যাংক, হাইফ্লো ন্যাসাল ক্যানুলা ও ২০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ সুবিধার ভিত্তিমূল নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মহানগরীর বাইরে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে করোনা সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেখানে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাবে, সেখানে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত এলাকা উচ্চঝুঁকিসম্পন্ন সেসব এলাকায় জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সংক্রমণ রোধে লকডাউনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা সংক্রমণ সঠিকভাবে মোকাবেলায় সরকারি কর্মচারীরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। চলমান পরিস্থিতিতেও তাদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে হবে। যে সকল এলাকায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে সেসব এলাকার জনগণ যেন দুর্ভোগের শিকার না হয় সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাই, জনগণ যেন অযথা স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ না করে কিংবা জনসমাবেশ না ঘটায় সে বিষয়টি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রশাসনকে তৎপর থাকতে হবে।

 খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সচিব মোঃ কামাল হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৯

**যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে তুরস্কের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত হবে**

 **-- ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 তুরস্কের সাথে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক এমওইউ স্বাক্ষরিত হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। আজ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর অফিস কক্ষে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর পূর্বে প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতের সাথে স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন ব্ল্যাডম্যানের আয়োজনে তরুণদের অংশগ্রহণে ১০ হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি ‘গ্রিনজেন মুভমেন্ট’ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন।

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আমাদের সাথে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিয়েছেন। অচিরেই এ বিষয়ে উভয় দেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ সমঝোতা স্মারকের মধ্য দিয়ে উভয় দেশের যুব বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং উভয় দেশের অভিজ্ঞ কোচের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যা বন্ধুপ্রতীম দু’রাষ্ট্রের মধ্যে এক নবদিগন্তের সূচনা করবে।

 তুরস্ক সরকার বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি দক্ষ জনশক্তি তুরস্কের শ্রমবাজারে নিয়োগ করবে বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় Dhaka OIC Youth Capital 2020 নির্বাচনে তুরস্কের অকুন্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য তুরস্ক সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

 তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত নির্যাতিত অসহায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সারা বিশ্বে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও তুরস্ক বাংলাদেশের পাশেই থাকবে বলে তিনি জানান।

 বৈঠকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৮

**এ বছরই আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুস্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, এ বছরের মধ্যে চাকরির সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন- ১৩৮ অনুস্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ। এ কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে আইএলও এর ৮টি কোর কনভেনশনই অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হবে বাংলাদেশ।

 আজ সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ১০৯তম অধিবেশনের প্ল্যানারি সেশনে ভার্চুয়ালি বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ এসব কথা বলেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার শ্রমমান উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তার বিষয়ে আইএলও এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মালিক এবং শ্রমিকদের সংগঠনের সাথে পরামর্শ করে একটি সময়োপযোগী এবং যথোপোযুক্ত রোডম্যাপ তৈরি করছে। শ্রম অভিযোগ এবং শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আরো চারটি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত বছর তিনটি নতুন শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানান।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় করোনা মহামারি মোকাবেলা করে দেশের জনগণের জীবনমান বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনাসহ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকার কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মোকাবিলা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্যাকেজের আওতায় ১৫ দশমিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন ভাতা নিশ্চিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক বিলিয়ন ডলার। এছাড়া এ বছর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১২ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন। করোনা মহামারি থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল এবং টেকসই পুনরুদ্ধারে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে শ্রম মন্ত্রণালয় সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২৩টি বিশেষ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যগণ আইএলও এর সহযোগিতায় তৈরি করা পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশিকা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পোস্টার কারখানা পর্যায়ে বিলি করেছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এ অধিদপ্তরের চিকিৎসকগণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি সম্প্রতি ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং টেকসই ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

#

আকতারুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৭

**সচেতনতা ও প্রস্তুতিই পারে ভূমিকম্পের ক্ষতি কমিয়ে আনতে**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে সরকার কাজ করছে। এ ব্যাপারে জাইকার সাথে শিগগিরই চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার। চুক্তি অনুযায়ী ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণপূর্বক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য ইস্যুতে কাজ করবে সরকার।

 তিনি বলেন, ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার পূর্বাভাস দেয়ার উপায় এখনো বের হয়নি। বড় ধরনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে তা বলা মুশকিল, তবে জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। এ জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলেন।

 দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এ এস. এম মাকসুদ কামাল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দীন আহমেদ, ব্র্যাক হিউম্যানিট্যারিয়ান কর্মসূচির পরিচালক সাজেদুল হাসানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ।

 আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি সুপারিশ উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসকল ঝুঁকিপূর্ণ ভবন আছে সেগুলো দ্রুত চিহ্নিত করা ও সেগুলো বিল্ডিং কোড মেনে মেরামতের ব্যবস্থা করা, ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজ সহজ করতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে চলা, ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা দ্রুত করতে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় যেসব স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেন তাদের উপযুক্ত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ভূমিকম্পের পর আহত মানুষকে দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যারা বেঁচে থাকবে তাদের উদ্ধারে সর্বোচ্চ আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ইত্যাদি ।

 বক্তাগণ ভূমিকম্পের সময় করণীয় নিয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ তুলে ধরেন । পরামর্শ সমূহের মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে না নামা, ছাদ থেকে বা জানালা দিয়ে লাফিয়ে না পড়া, ভবনের পিলারের কাছে অবস্থান করা, প্রাথমিকভাবে টেবিল বা খাটের নীচে অবস্থান করা, ওই সময় ভবন থেকে নামতে লিফট ব্যবহার না করা, প্রথম ঝাঁকুনির পর দ্বিতীয় ঝাঁকুনির সম্ভাবনা থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় ভবনে প্রবেশ না করা ইত্যাদি।

#

সেলিম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিমুজ্জামান/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৬

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩ হাজার ৮০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৯৫৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ২৮২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৭৩ হাজার ৭৫২ জন।

#

দলিল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৫

**কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা ১৫ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বের সকল বিধি-নিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২, ১৩, ২০ ও ২৮ এপ্রিল; ৫, ১৬, ২৩ ও ৩০ মে এবং ৬ জুন ২০২১ এর নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলি সংযুক্ত করে এ বিধি-নিষেধ আরোপের সময়সীমা ১৬ জুন ২০২১ মধ্যরাত হতে ১৫ জুলাই ২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

শর্তাবলী হলো :

* কোভিড-১৯ এর উচ্চঝুঁকি সম্পন্ন জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধি মোতাবেক লকডাউনসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;
* সকল সরকারি, আধাসরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে খোলা থাকবে;
* সকল পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে;
* জনসমাবেশ হয় এ ধরনের সামাজিক (বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান-ওয়ালিমা, জন্মদিন, পিকনিক, পার্টি ইত্যাদি), রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে;
* আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানসমূহ সকাল ৬টা হতে রাত ১০টা পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয় ও সরবরাহ (Takeaway/Online) করতে পারবে এবং আসন সংখ্যার অর্ধেক সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান করতে পারবে; এবং
* সব ধরনের গণপরিবহন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচলের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

রেজাউল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৪

**সুস্থ জাতি গঠনে প্রয়োজন তামাক ও মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 ‘সুস্থ জাতি গঠনে তামাক ও মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ একান্ত প্রয়োজন’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ মিলনায়তনে ল’ রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত ‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 আজীবন অধূমপায়ী ড. হাছান বলেন, ‘আমি জীবনে একটি সিগারেটও খাইনি এমনকি একটি টানও দেইনি। আজকে বাংলাদেশে ধূমপানের বিরুদ্ধে সামাজিক ক্যাম্পেইন ও সরকারের আইন প্রণয়নের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ধূমপায়ীর মোট সংখ্যা বেশি না কমলেও আনুপাতিক হারে অনেক কমেছে। জনসংখ্যার মাত্র ৩৫ শতাংশ ধূমপানের সাথে যুক্ত, এটি এক সময় ৭০ শতাংশের ওপরে ছিল। এটি খুব ভালো দিক। সরকারও এ বিষয়ে আইন করার ফলে আগের মতো প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান হয় না। বিমানে, বাসে এবং অনেক অফিসেও যেকোনো জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ।’

 সাংবাদিক ফোরামগুলো এরকম সামাজিক জনসচেতনতা তৈরিতে এগিয়ে এলে সমাজ উপকৃত হবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০৪০ সাল নাগাদ দেশকে ধূমপানমুক্ত করার জন্য তামাকবিরোধী আন্দোলনকে আরো বেগবান করা প্রয়োজন। একইসাথে যদি আইনের সংস্কার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সুস্থ জাতি গড়ে তুলতে ধূমপান এবং মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কারণ একজন ধূমপায়ী যেমন তিলে তিলে নিজেকে ধ্বংস করে, একজন মাদকাসক্ত পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে। সুতরাং এই ক্যাম্পেইনকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন।’

 ড. হাছান বলেন, ‘এছাড়া, এখনকার আধুনিক আসক্তি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি। আমরা যারা রাজনীতি করি, তাদের সাথে সবাই ছবি তুলতে চায়, ছবির উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি ফেইসবুকে দেবে। আমি মনে করি এই সমস্ত বিষয় নিয়েও ক্যাম্পেইন হওয়া প্রয়োজন।’

 এ সময় সাংবাদিকতার উৎকর্ষ বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শুধু দায়িত্বশীল বা ক্ষমতায় যারা আছে তাদের সমালোচনা নয়, সবার সমালোচনা হতে হবে। বিত্ত যখন রাষ্ট্রকে চোখ রাঙায় বা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়, সেই বিত্ত তখন দুর্বৃত্ত হয়ে যায়। সেটির বিরুদ্ধেও লিখতে হবে।’

 ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট মাশহুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইয়াসিনের সঞ্চালনায় সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, ডিআরইউ সভাপতি মোরসালিন নোমানী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ মশিউর রহমান, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. সোহেল রেজা চৌধুরী, আহমেদ স্বপন মাহমুদ, জায়েদ সিদ্দিকী, হাসান শাহরিয়ার, আব্দুস সালাম মিয়া, আতাউর রহমান, সাদিয়া রহমান প্রমুখ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

 এদিন বিকেলে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু আশার আলো-বীমা দাবি পরিশোধের প্রয়াস’ অনুষ্ঠানে সচিবালয় থেকে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। এসময় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা শিল্পের ভূমিকাকে অগ্রগণ্য বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও বীমা বিশেষ করে স্বাস্থ্য বীমার ব্যাপকতর প্রসার ঘটা প্রয়োজন।

 বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. এম. মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন এবং আলোচক হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের সভাপতি ও বিভিন্ন বীমা কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

#

আকরাম/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮৩

**সুদানকে ৬৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে বাংলাদেশ**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 অত্যধিক ঋণগ্রস্ত দরিদ্র রাষ্ট্র এবং ওআইসি সদস্যভুক্ত বন্ধুপ্রতীম দেশ সুদানকে বাংলাদেশ সরকার ৫ দশমিক ৩২ মিলিয়ন SDR এর সমপরিমাণ প্রায় ৬৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুদানের ঋণ মওকুফের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০২১ বাংলাদেশ এ অর্থ দেশটিকে প্রদান করে। সরকার প্রত্যাশা করে Debt Relief হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের এ অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে সুদানের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে।

 উল্লেখ্য, গত বছরেও আইএমএফ-এর উদ্যোগের অংশ হিসেবে আফ্রিকান দেশ সোমালিয়ার দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ শূন্য দশমিক ৭০ মিলিয়ন SDR এর সমতুল্য ৮ কোটি টাকার অধিক অর্থ প্রদান করেছিল।

 অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।

 #

গাজী তৌহিদুল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮২

**প্রকিউরমেন্ট সফল করতে কমিটমেন্ট থাকতে হবে**

 **-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, চলমান বোরো প্রকিউরমেন্ট সফল করার মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কমিটমেন্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় দেয়া হবে না। ধান কিনতে মাঠে নামতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

 খাদ্যমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষ হতে ‌‘অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২১ এর ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায়’ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। তাহলে খাদ্য বিভাগ কেন ধান কিনতে পারবে না প্রশ্ন রাখেন তিনি। এ সময় ভোক্তার যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

 সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, মিল মালিকদের অন্যায্য কোনো সুবিধা দেয়া হবে না। মিল মালিকদের কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক বোরো সংগ্রহ করে অভিযান সফল করতে খাদ্য কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার আহবান জানান তিনি।

 খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।

 খাদ্য অধিদপ্তরের ঢাকা ও ময়ময়নসিংহ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

কামাল/মাসুম/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৮১

**আগস্টেই আসবে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ১০ লাখ ভ্যাকসিন**

 **-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, আগামী আগস্টেই আরো ১০ লাখ ডোজ গ্যাভি কোভ্যাক্স এর অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন দেশে আসবে। মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ব্রিফিং এ এসব কথা জানান।

 মন্ত্রী আরো বলেন, রাশিয়ার সাথেও ভ্যাকসিন ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনার যথেষ্ঠ অগ্রগতি এসেছে। চীনের সাথে দেশের পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। চীন থেকে ফিরতি জবাব এলেই পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে। ইতোমধ্যে চীনের উপহার ৬ লাখ ভ্যাকসিনসহ বর্তমানে মজুদ ১১ লাখ ভ্যাকসিন থেকে অন্তত ৫ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়া হবে। এই ৫ লাখ মানুষ ১১ লাখ ভ্যাকসিন থেকে ১ম ও ২য় ডোজ গ্রহণ করবেন।

 #

মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৪৬ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৭৮০

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ১ম বর্ষের**

**শিক্ষার্থীদের শর্তসাপেক্ষে ২য় বর্ষে প্রমোশন**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের শর্তসাপেক্ষে ২য় বর্ষে প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কোভিড-১৯ করোনা মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যেসব শিক্ষার্থী ২০২০ সালে অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পুরণ করেছেন তাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে ২য় বর্ষে প্রমোশন দিয়ে ক্লাশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

 ২০২০ সালে অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করেছেন সর্বমোট ৪ লাখ ৬৭ হাজার ৮৩৫ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২ লাখ ৯৭ হাজার ৬২৬ জন, অনিয়মিত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯ হাজার ৫০ জন। আর মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫১ হাজার ১৫৯ জন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ২য় বর্ষে প্রমোশন পাবেন ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৬ জন শিক্ষার্থী। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছিল ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৮৭৬ জন শিক্ষার্থী।

 প্রমোশন পাওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এসব শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ১ম বর্ষের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি এই পরীক্ষায় অংশ না নেয় বা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে রেগুলেশন অনুযায়ী ‘নট প্রমোটেড’ হয় সেক্ষেত্রে তার শর্তসাপেক্ষে দেওয়া প্রমোশন বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.nu.ac.bd এ পাওয়া যাবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৯

**করোনা মহামারিতেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা চলমান**

 **- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি স্বত্বেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা চলমান রয়েছে। বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। বর্তমান শিল্পবান্ধব সরকার বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিল্পায়নকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে এবং শিল্পে সকল প্রকার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। বাজেটে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্ব দিয়ে শিল্পবান্ধব বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী আজ গাজীপুরের শ্রীপুরে নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড এর অত্যাধুনিক ‘ইনফ্যান্ট ফর্মুলা প্রসেসিং, ফিলিং এবং প্যাকেজিং প্ল্যান্ট’ এর ভার্চ্যুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 শিল্পমন্ত্রী জানান, তিনি ২০১৯ সালে অক্টোবরে সুইজারল্যান্ডের নেসলের হেড কোয়ার্টার, কোনলফিঙ্গান ফ্যাক্টরি (Konolfingan Factory) এবং নেসলে গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং সেই সময়ে নেসলের নেতৃত্ব দানকারী দলের সাথে বাংলাদেশে তাদের বিশ্বমানের কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটি আমার কাছে সন্তুষ্টির বিষয় যে, নেসলে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। নেসলে বাংলাদেশ করোনা মহামারির মধ্যেও এ প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে। এতে দেশে শিল্পায়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে নেসলে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপাল আবেইউইক্রেমা ‘ইনফ্যান্ট ফর্মুলা প্রসেসিং, ফিলিং এবং প্যাকেজিং প্ল্যান্ট’ এর নির্মাণ কাজ থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পদক্ষেপে সব ধরনের সহায়তার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ‘সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’-সমূহ অর্জনে চূড়ান্ত অগ্রগতি লাভ করেছে এবং দ্রুততম বর্ধমান অর্থনীতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

নেসলে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপাল আবেইউইক্রেমা (Deepal Abeywicrkrema) এর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান। এতে অন্যদের মধ্যে নেসলে সাউথ এশিয়া রিজিওনের মার্কেট প্রধান সুরেশ নারায়ণ; নেসলে জোন এশিয়া-অশেনিয়া-আফ্রিকার পুষ্টি বিভাগের প্রধান আরশাদ চৌধুরী; নেসলে জোন এশিয়া-ওশেনিয়া-আফ্রিকা-এর রিজিওনাল ম্যানেজার স্টিফান বার্নহার্ড এবং নেসলে জোন এশিয়া-ওশেনিয়া-আফ্রিকার টেকনিকাল প্রধান ক্রিশ্চান শ্মিড আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, নেসলে বাংলাদেশের করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর নকীব খান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নেসলের পথচলা গত ২৬ বছরেরও বেশি সময়ের। বাংলাদেশের অগ্রগতির এক অনন্য অংশীদার নেসলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গত বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬০০ কোটি টাকার অবদান রেখেছে এবং টানা পাঁচ বছর ‘খাদ্য ও অন্যান্য’ বিভাগে সর্বাধিক করদাতা পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে উন্নতমানের শিশু খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নেসলের এই নতুন প্ল্যান্টে সর্বশেষ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন যোগ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী, ইনফ্যান্ট ফর্মুলা পণ্যগুলি নেসলের ‘রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট’-এর সর্বশেষ অগ্রগতির ফলাফল এবং বিশ্বে নেসলের কেবলমাত্র ৩৪টি কারখানা রয়েছে শুধুমাত্র এই ধরনের ‘ইনফ্যান্ট ফর্মুলা’ পণ্যের জন্য। সদ্য উন্মোচিত এই প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে নেসলে বাংলাদেশ এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় এখন এক অন্যতম নাম। ১৫০ কোটি টাকার এই বিনিয়োগ উন্নত পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি, এ দেশে আরো সুযোগ, যেমন কর্মসংস্থান, যুগান্তকারী উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আনবে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৮

 **ভ্যাকসিন বাণিজ্যে স্বচ্ছতার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত**

ওয়াশিংটন ডি সি, ১৬ জুন :

 যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম মার্কিন ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাণিজ্যিকভাবে ভ্যাকসিন রফতানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলামের সম্মানে একটি ভার্চুয়াল টাউনহল আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান।

 রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম বাংলাদেশের জনগণের জন্য পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকার এবং বেসরকারি খাত উভয়ের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাকসিন অনুদানের প্রশংসা করার পাশাপাশি রাষ্ট্রদূত মত প্রদান করেন বাণিজ্যিকভাবে ভ্যাকসিন ক্রয় বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের টিকাদান কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

 রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এবং কিভাবে বেসরকারি খাত দুদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার করতে ভূমিকা রাখতে পারে তা তুলে ধরেন। তিনি কোভিড-১৯ মহামারি দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে উঠতে এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশের পণ্য বিশেষত তৈরি পোশাকের ওপর কর হ্রাসের বিবেচনা করার আহ্বান জানান এবং বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কসমূহে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের সুযোগ নিতে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশের আইটি পেশাদারদের জন্য এইচ১বি ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

 এম শহীদুল ইসলাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এবং বোয়িংয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব কে সুসংহত করতে বেসামরিক বিমান চলাচলে দুই সরকারের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন। এক্ষেত্রে তিনি ঢাকা ও নিউইয়র্কের মধ্যে পুনরায় সরাসরি বিমান চালু করতে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং বাংলাদেশে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

 অনুষ্ঠানে ইউএস চেম্বার অভ কমার্সের কর্মকর্তাগণ, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত কোম্পানিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উবার, শেভরন, জেনারেল ইলেকট্রিক, মেটলাইফ, অ্যাবট, বোয়িং, পেপ্সিকো, গুগল, ফেসবুক। যুক্তরাষ্ট্র- বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি নিশা বিসওয়াল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৭

**রোহিঙ্গা সঙ্কট নিরসনে অনতিবিলম্বে জাতিসংঘের জরুরি**

**পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন ড. আব্দুল মোমেন**

নিউইয়র্ক, ১৬ জুন :

 “রোহিঙ্গা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে আমরা সবসময়ই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছি; সমস্যার মূল কারণগুলো খুঁজে বের করে তা সমাধানের কথা বলেছি; বিশেষ করে তাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদে, নিরাপত্তার সাথে এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে টেকসই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছি” -গতকাল বাংলাদেশ মিশন আয়োজিত ‘মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি: সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের অবস্থা’ শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল আলোচনায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এ কথা বলেন।

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ, কানাডা, সৌদি আরব ও তুরস্ক স্থায়ী মিশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘গ্লোবাল সেন্টার ফর রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ যৌথভাবে ভার্চুয়াল এই ইভেন্টটির আয়োজন করে। বাংলাদেশ আয়োজিত ইভেন্টটির সহ-আয়োজক ছিল জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডা, সৌদি আরব ও তুরস্ক স্থায়ী মিশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘গ্লোবাল সেন্টার ফর রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’। ইভেন্টটিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভলকান বজকির তাঁর সাম্প্রতিক কক্সবাজার সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

 প্রদত্ত বক্তব্যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্ত ও মানবীয় উদারতার কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই নীতি-আদর্শ ও উদারতাই আমাদেরকে সহিংসতার শিকার, বাস্তচ্যুত এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গাদেরকে মানবিক আশ্রয় দানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের সম্পদ ও স্থানের তীব্র সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি।

 ভাষাণচরে রোহিঙ্গাদের জন্য নব্যসৃষ্ট আবাসন সুবিধার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য সৃষ্ট নতুন এই আবাসন ব্যবস্থা জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীরা যথাযথভাবে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং এখানে তাদের রোহিঙ্গা বিষয়ক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে।

 প্যানেলিস্টগণ রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানে তাদের সমর্থন পূনর্ব্যক্ত করেন এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের মানবীয় উদারতার ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা সকলেই এই সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানের কথা বলেন যার শিকড় মিয়ামারেই নিহিত। প্যানেলিস্টগণ মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিতে দায়বদ্ধতা নিরুপণের চলমান প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন জানান।

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা আলোচনা অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ইভেন্টটির সমৃদ্ধ প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি বব রে, তুরস্কের স্থায়ী প্রতিনিধি ফেরিদূন হাদি সিনির লইয়োগ্লু, জাতিসংঘের জেনোসাইড প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা অ্যালিস ওয়াইরিমু নেডিরিটু, মিয়ামারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ র‌্যাপোর্টিয়ার টম অ্যানড্রিউজ্, জাতিসংঘে নিযুক্ত সৌদি আরবের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এবং রোহিঙ্গা অ্যাক্টিভিস্ট ও উইমেন পিস নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক ওয়াই ওয়াই নু। প্যানেল আলোচনা পর্বটির সঞ্চালনা করেন গ্লোবাল সেন্টার ফর রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট এর নির্বাহী পরিচালক ড. সায়মন অ্যাডাম।

 জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্র, সিভিল সোসাইটি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনসহ বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারী ভার্চুয়াল এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

 এদিকে বিকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (পিজিএ) ভলকান বজকির এর সাথে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনায় রোহিঙ্গা সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ এর টিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উঠে আসে। মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ সেশন আহ্বান করার জন্য পিজিএ-কে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনকে গ্লোবাল পাবলিক গুড হিসেবে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক্ষেত্রে সকলের অধিকার নিশ্চিতে তাঁর অফিসকে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানান। রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য পিজিএ-কে আমন্ত্রণ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধারণ পরিষদের সভাপতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়া জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর অফিসকে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এছাড়া জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ, ভূ-বেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ প্রতিনিধি ও আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফেকিতা মোইলোয়া কাটোয়া উতয়কামানু এর সাথে সাক্ষাত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁরা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের টেকসই ও অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য উত্তরণ বিষয় নিয়ে কথা বলেন। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এলডিসি-৫ কনফারেন্সের প্রস্তুতিমূলক কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে একটি সাহসী ও উচাকাঙ্ক্ষী ফলাফল অজনার্থে বাংলাদেশ সকল অংশীজনদের সাথে কাজ করে যাবে মর্মে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৬

**বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ জুন ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২১ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তামাক বর্জন করার ক্ষেত্রে মানসিক দৃঢ়তা খুবই জরুরি। এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য 'Commit to quit' - যার ভাবানুবাদ ‘আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। তামাক সেবন ও ধূমপানের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়বেটিস, হাঁপানিসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে বছরে পৃথিবীতে ৮০ লক্ষাধিক এবং বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। এছাড়া ধূমপানকে বলা হয় মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। তামাক সেবন ও ধূমপানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ধাবিত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ধূমপায়ীদের মৃত্যু ঝুঁকি অনেক বেশি। ফলে তামাক ও ধূমপান বর্জন কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

 সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ সংশোধন এবং ২০১৫ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা’ প্রণয়ন করেছে। এতে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা, পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে ধূমপান এবং ১৮ বছরের নিচের শিশুদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ তামাক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক সমাজ, তামাকবিরোধী সংগঠন ও গণমাধ্যমগুলোর সমন্বিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি তামাক ও ধূমপানমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো – এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

 #

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৫

**বিশ্ব তামাকমুক্ত** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ আষাঢ় (১৬ জুন) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ জুন বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২১’ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য - ‘Commit to quit’, ‘আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি’। তামাক ব্যবহার একটি প্রাণঘাতী নেশা এবং কোভিড-১৯ মহামারিকালে এর ব্যবহার মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তাই এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

 তামাক সেবন তথা ধূমপান, জর্দা ও গুলের ব্যবহার প্রাণঘাতী নেশা। তাছাড়া পরোক্ষ ধূমপানও অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গবেষণায় জানা গেছে, তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন : হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লক্ষাধিক ও বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়।

 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারকে বৈশ্বিক মহামারি হিসাবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ‘ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)’ প্রণয়ন করেছে। এফসিটিসি’র আলোকে ২০১৩ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর সংশোধন এবং ২০১৫ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা’ জারি করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্থের যোগান নিশ্চিতকরণে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ১% হারে সারচার্জ আরোপ করেছে এবং ২০১৭ সালে ‘স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

 জাতিসংঘ তামাককে উন্নয়নের হুমকি বিবেচনায় নিয়ে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)’ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ‍যুক্ত করেছে। সর্বোপরি, দক্ষিণ এশীয় স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এ আমি আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছি। সে লক্ষ্যে আমার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। দেশের ‍উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জনগণকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য সকলকে ধূমপান ও তামাকের ভয়াল নেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। এছাড়া, আমার সরকার মাদকের বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এ সময়ে আমাদের সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানাই, আপনারা এ মহামারি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সকল তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার পরিহার করুন।

 আমি ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২১’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা